

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা প্রসংগে

১৯৮৯ সনের ঢাকা বিভাগের পঞ্চম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষার অর্কে প্রশ্ন-পত্রে উর্ধ্বশ্রেণীর অন্ততঃ চারটি প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রশ্ন উঠেছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অনেক অভিভাবক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এ প্রশ্নগুলো যে বা যারা নির্বাচন করেছেন তারা নিশ্চয়ই শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত। ভুলবশতঃ এ প্রশ্নগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এ কথা মেনে নেয়া যায় না। তা হলে কি এ প্রশ্নগুলোর উত্তর কোন পরীক্ষার্থী দিতে পারবে না? আমার তা মনে হয় না। কোন না কোন কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ না কেউ এ প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিবে। আর এ সমস্ত পরীক্ষার্থীদের গৃহশিক্ষকের বোজ-খবর নিলে দেখা যাবে তারাই প্রশ্নের নির্বাচনকর্তা।

কোমলমতি ছেলে-মেয়েদের জীবনের প্রথম প্রতিযোগিতায় প্রহসন সৃষ্টি করার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে অসৎ ব্যক্তির উপস্থিতি সানাতকরণের লক্ষ্যে সময়োচিত প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে আমি মনে করি।

এম এ বারী
প্রশিক্ষক
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
ঢাকা।